সংবাদ

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

# বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের কিছু সমস্যা ও প্রত্যাশা

সঞ্জয় কুমার প্রামাণিক

গত ১২ জুলাই, ২০০৮ তারিখের দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় দেখেছিলাম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট আইটি ব্যক্তিত্ব প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেছেন, ভাল ছাত্ররা শিক্ষকতা পেশায় আসছে না। তিনি যথার্থই বলেছেন। আমি তার মতের সঙ্গে আর একটু যোগ করতে চাই। আর তা হলো যারা শিক্ষকতা পেশায় এসে পড়েছেন তাদের অনেককেই হতাশায় ভুগতে দেখা যায়, যখন দেখেন এ পেশায় নিয়োজিত হয়ে অন্য অনেক পেশার মানুষের তুলনায় আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছেন।

সাল-তারিখ মনে নেই, তবে বেশ কিছুদিন আগে মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখায় পড়েছিলাম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের সম্মানী নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট নন। শুনেছি সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও তাদের সম্মানী ও পদোন্নতি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। এই যদি হয় শিক্ষকদের অবস্থা তাহলে বাধ্য হয়ে ছাড়া আর কেউই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসবেন না এটাই তো স্বাভাবিক। বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। তাই আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য দেখা যায় অনেক শিক্ষককে প্রাইভেট, কোচিং সেন্টার, কনসালট্যান্সি ইত্যাদিতে জড়িত হতে।

বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে অনেকেই বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বলেছেন। অতীতের সব সরকারই তাদের আর্থিক দুরবস্থা কিছুটা দূরও করেছেন। তবে তা কোন সময়ই বাস্তবসম্মত ছিল না। কথায় বলে না, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। শিক্ষকদের উপকার হয়েছে ঠিক ওই রকমই। বর্তমান নতুন সরকারের মনোভাবে আশান্বিত হয়ে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের কিছু সমস্যা তুলে ধরছি প্রতিকারের প্রত্যাশায়। শুধু তাই নয়, আশা করব বর্তমান সরকার দেশের সব স্তরের শিক্ষকদের সব সমস্যার না হলেও অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করবেন। কারণ শিক্ষকদের সমস্যায় রেখে দেশ ও শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। উন্নত দেশের দিকে দৃষ্টি দিলেই এ কথার যথার্থতা মিলবে।

যে বিষয়গুলো বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের জীবনকে দুর্বিষহ করছে তার কয়েকটি হলো–

১. **বাড়িভাড়া** : ১৯৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বেসরকারি কলেজে কর্মরত লিয়ন থেকে প্রিন্সিপাল পর্যন্ত সবার জন্য ১০০ টাকা করে বাড়ি ভাড়া দেয়া হচ্ছে। মৃত্যু ছাড়া পৃথিবীতে এমন 'মহাসাম্য সংস্থাপক' আর কোন বিষয় আছে বলে আমার জানা নেই। ২৮ বছর আগে ১০০ টাকায় যে বাড়ি পাওয়া যেত আজও কি তা পাওয়া যায়? দীর্ঘ ২৮ বছরে একটিবারের জন্যও কি নীতি-নির্ধারকদের এ অমানবিক বিষয়টি মনে পড়েনি? বর্তমান সরকারের কাছে আমার প্রত্যাশা বেসরকারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য অবিলম্বে বাড়ি ভাড়া বেতন স্কেলের অন্তত ২০% করা। তারপর সরকারের আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে পর্যায়ক্রমে বাড়ানো।

২. **ইনক্রিমেন্ট** : বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা জীবনে একটি মাত্র ইনক্রিমেন্ট পান। তাও আবার ১৯৯১ সালের বেতন স্কেল অনুসারে; বর্তমান স্কেল অনুসারে নয়। একমাত্র বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের আর কোনও চাকরির ক্ষেত্রে মনে হয় এমন নিয়ম নেই। সরকারের এ নীতিকে কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তা আমার জানা নেই। তবে সরকারের কাছে আমার অনুরোধ রইল ইনক্রিমেন্টটা বর্তমান স্কেলে দেয়া হোক এবং প্রতি বছরই তা যেন বৃদ্ধি পায়।

৩. **অনুপাতের বেড়াজাল** : আমাদের দেশ তথা পৃথিবীর কোন চাকরিতে কোন একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের অনুপাতে উচ্চতর পদ এবং বেতন স্কেল প্রদান করা হয় কি না আমার জানা নেই। তবে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের অনুপাত অনুসারে উচ্চতর পদ এবং বেতন স্কেল প্রদান করা হয়। যেমন– বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে যাদের চাকরি ৮ বছর পূর্ণ হয় তারা যদি ওই প্রতিষ্ঠানের মোট শিক্ষকের ৫:২ এর মধ্যে পড়েন তাহলে তিনি সহকারী অধ্যাপক হবেন; অন্যথায় প্রভাষকই থেকে যাবেন। এতে দেখা যায় অনেক কলেজে চাকরি ৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর একজন প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক হচ্ছেন। আবার অনেক কলেজে ১৫-২০ বছর চাকরি করার পরও প্রভাষকই থেকে যাচ্ছেন, সহকারী অধ্যাপক হতে পারছেন না। আমার প্রত্যাশা হলো– অনুপাতের এ নিয়মটি তুলে দিয়ে ৮ বছর পূর্ণ হলে সবাইকে সহকারী অধ্যাপক পদ দেয়া। অথবা অনুপাত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক না করে এমপিওভিত্তিক করা। এতে একজন শিক্ষক যে কলেজেরই হোন না কেন তিনি যদি সারা দেশের মোট শিক্ষকের ৫:২ এর মধ্যে পড়েন তা হলে তিনি সহকারী অধ্যাপক হবেন।

৪. **চিকিৎসা ভাতা** : বাড়িভাড়ার মতো চিকিৎসা ভাতাও দেয়া হচ্ছে ১৯৮০ সাল থেকে ১৫০ টাকা করে। আজ থেকে ২৮ বছর আগের চিকিৎসা খরচ আর এখনকার চিকিৎসা খরচ কি একই রকম? ডাক্তারের পরামর্শ ফি, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার খরচ এবং ওষুধের দাম বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও চিকিৎসা ভাতা ওই ১৫০ টাকাই রয়ে গেছে। তাই আমার প্রত্যাশা হলো চিকিৎসা ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা করা।

৫. **টাইম স্কেল বন্ধ করা** : কমবেশি তিন বছর আগে নিয়ম ছিল একজন শিক্ষকের দুই বছর চাকরি হলে তিনি পরবর্তী টাইম স্কেল পাবেন এবং অনুপাতে (৫:২) না পড়লে ৮ বছর পর একজন শিক্ষক মধ্যবর্তী টাইম স্কেল পাবেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকরা এ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা এ নিয়মটি বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। আমার প্রত্যাশা বর্তমান সরকার কালবিলম্ব না করে এ অমানবিকবিধি রহিত করবেন।

৬. **উচ্চতর পদ না দেয়া** : একজন প্রভাষক ৮ বছর পর আনুপাতে (৫:২) পড়লে সহকারী অধ্যাপক হন। তা নাহলে সারাজীবন প্রভাষক হয়ে থাকতে হবে। সহকারী অধ্যাপকের পর বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের আর কোন পদ নেই। আমার প্রত্যাশা হলো পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই করে হলেও সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের পদে যেন বেসরকারি কলেজের শিক্ষকেরা যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। আর তা না হলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চাকরি ১২ বছর হলে সহকারী অধ্যাপক (অনুপাতের পূর্বের নিয়ম বহাল রাখতে চাইলে), ২০ বছর হলে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২৫ বছর হলে অধ্যাপক করা যেতে পারে।

৭. **পরীক্ষার ফল অনুসারে বেতন বন্ধ** : স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হলে উপাধ্যক্ষসহ স্নাতক (পাস) শ্রেণী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু সরকার ভেবে দেখেন না বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে কতজন এবং কেমন মেধার শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। এখন প্রায় সারা দেশেই স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সঙ্কট চলছে। উপরের কারণগুলো ছাড়াও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি বেসরকারি কলেজ হওয়াও ছাত্রী সঙ্কটের অন্যতম একটি কারণ।

যেসব কলেজে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয় খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে সেসব কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং তেমন মেধাবীও নয়। তারপরও যুক্তির খাতিরে না হয় ধরে নিলাম যে শিক্ষকরা পাঠদান করাননি তাই তারা এক্ষেত্রে দোষী। কিন্তু কর্মচারীদের কি দোষ? আমার জানতে ইচ্ছে করে স্নাতক (পাস) শ্রেণীতে সব সরকারি কলেজেই কি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হয়? যদি না হয় তাহলে বেসরকারি কলেজের মতো তাদেরও কি বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়? যদি তা না হয় তাহলে সরকারের একবারও কি মনটা কেঁদে ওঠে না বছরের পর বছর চাকরি করার পর বেতন বন্ধ করে দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়ে? আমার প্রত্যাশা হলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) কলেজ কমিয়ে দেয়া এবং আর নতুন কোন কলেজকে স্নাতক (পাস) কোর্স খোলার অনুমতি না দেয়া।

৮. **শিক্ষার্থী কম থাকার শাস্তি** : নতুন করে নিয়ম করা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে টাইম স্কেল না দেয়ার। যদি ধরেও নেই যেসব কলেজে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই সেসব কলেজে লেখাপড়া ভাল হয় না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো সব কলেজে যদি লেখাপড়া ভাল হয় তাহলেও কি সবাই কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পাবে? যেখানে কলেজের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কয়েক শ' বেশি? তদুপরি সরকারি কলেজে আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং সরকারি স্কুলগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খোলা হয়েছে। এতে বেসরকারি কলেজগুলোর অবস্থা আরও করুণ হচ্ছে।

আমার প্রত্যাশা হলো, কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকার অজুহাতে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের টাইম স্কেল প্রদান বন্ধের নিয়ম অবিলম্বে বন্ধ করা হবে।

**শেষ কথা** : শিক্ষকতা পেশা মহান পেশা, শিক্ষকরা জাতির বিবেক ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল কথাই বলা হয়। কিন্তু শিক্ষকদের দুরবস্থা দূর করার কথা সেভাবে চিন্তা করা হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ শিক্ষককে অবমূল্যায়ন করে জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আজ আমাদের স্থান কোথায় তা আমাদের সবারই ভেবে দেখা দরকার। নতুন সরকার তা ভাববেন এ প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি।